الأذكار

আল আযকার

জন্ম থেকে মৃত্যু-জীবনের প্রতিটি প্রসঙ্গে রাসুল ﷺ বর্ণিত দিনরাতের শ্রেষ্ঠ সুন্নাহ যিকির ও আমলসমূহ

মূল: ইমাম নববি رحمه الله

তাহকিক: শাইখ ইউসুফ বাদিবি

الأذكار

আল আযকার

জন্ম থেকে মৃত্যু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ
বর্ণিত দৈনন্দিন শ্রেষ্ঠ দুআ, যিকির ও আমলসমূহ

মূল: ইমাম নববি رحمه الله

তাহকিক: শাইখ ইউসুফ বাদিবি

আল আযকার

(জন্ম থেকে মৃত্যু-জীবনের প্রতিটি ধাপে বাসূল ﷺ বর্ণিত দৈনন্দিন দুআ,যিকির ও আমলসমূহ)

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পুরো জীবনে যতগুলো কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হল আল আযকার। যার পুরো নাম: الاذكار المنتخبة من كلام سيدالابرار-আল আযকারুল মুন্তাখাবাতু মিন কালামি সাইয়িদিল আবরার তথা হাদিসে বর্ণিত নির্বাচিত দুআ,যিকির ও আমলসমূহ। বইটির নাম থেকেই পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে মানবজীবনে বইটি আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ নিজে বইটি সম্পর্কে তার ভূমিকায় লিখেছেন,হাদিসে বর্ণিত দৈনন্দিন দুআ,যিকির ও আমল বিষয়ে সালাফগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।তবে সেগুলোতে হাদিসের সনদ ও একই হাদিস বারবার উল্লেখ হওয়ায় বইগুলো অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে।সহজেই একজন পাঠক সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে না। তাই আমি সহিহ হাদিসে বর্ণিত দৈনন্দিন দুআ,যিকির ও আমল বিষয়ে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করার মনস্থ করেছি যাতে একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু-জীবনের প্রতিটি ধাপে হাদিসে বর্ণিত দৈনন্দিন দুআ,যিকির ও আমলসমূহ উল্লেখ থাকবে।হাদিস চয়নের ক্ষেত্রে আমি হাদিসের প্রশিদ্ধ ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব সহিহ বুখারি, মুসলিম , তিরমিযি , নাসাঈ ও আবূ দাউদকে প্রাধান্য দিয়েছি।এবং হাদিসের অন্যান্য প্রশিদ্ধ কিতাব থেকেও দুআ-যিকির ও আমল বিষয়ে সহিহ হাদিসগুলো নিয়ে এসেছি। বইটিতে আমি সহিহ হাদিসগুলো উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি।হাদিস বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় মাসাইলেরও আলোচনা করেছি।

বইটি প্রণয়ণের পর থেকে অদ্যাবধি পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত।বইটিকে সংক্ষিপ্ত দুআ,যিকির ও আমল বিশ্বকোষও বলা যেতে পারে। এক কথায় একজন মুমিন কিভাবে তার পুরোটা সময় সঠিকভাবে সুন্নাহ মাফিক কাটাবে এটাই এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা	৯
মুহাক্কিকের ভূমিকা	১৩
প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ করা	৩৩
ফজিলতের আমল একবার হলেও করা উচিত	৩৬
ফজিলত-বিষয়ক দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করা যাবে	৩৬
জিকিরের মজলিসে বসা মুসতাহাব	৩৭
জিকির হবে যবানে-অন্তরে	৩৯
জিকিরের ফজিলত	৩৯
বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা উচিত	৪০
অজু না থাকলেও জিকির করা যাবে	৪১
জিকিরকারীর হালত	৪৪
যেমন হবে জিকিরের স্থান	৪৫
জিকিরের মাকরুহ অবস্থাসমূহ	৪৫
জিকিরের বাস্তবতা	৪৫
নির্দিষ্ট সময়ের জিকির ছুটে গেলে করণীয়	৪৬
জিকির বন্ধ করে পুনরায় শুরু করা যাবে	৪৬
জিকিরের আওয়াজ অন্তত নিজের কানে শুনতে হবে	৪৭
দৈনন্দিন আমলের কিতাবসমূহ এবং বক্ষ্যমাণ কিতাবের উৎসগ্রন্থ	৪৭
হাদিসের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে	৪৮

অধ্যায়- ১

জিকিরের ফজিলত	৪৯
ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যে দুআ পড়বে	৬৭
কাপড় পরিধানের দুআ	৭২
নতুন কাপড়, জুতা ইত্যাদি পরার দুআ	৭৩
সাথির গায়ে নতুন কাপড় দেখে যে দুআ পড়বে	৭৫
জামা-জুতা পরিধান ও খোলার পদ্ধতি	৭৬
গোসল, ঘুম ইত্যাদির জন্য কাপড় খুলতে যে দুআ পড়বে	৭৭
ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ	৭৮
ঘরে প্রবেশের দুআ	৮১
ঘুম থেকে জেগে ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ	৮৫
টয়লেটে প্রবেশের দুআ	৮৮
বাথরুমে জিকির বা কথা বলা নিষিদ্ধ	৯০
পায়খানা-পেশাবকারী ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ	৯১
বাথরুম থেকে বের হওয়ার দুআ	৯১
অজুর পানি ঢালার সময় পড়ার দুআ	৯২
অজুর শুরুতে পড়ার দুআ	৯২
অজুর শুরুতে যে দুআ পড়বে	৯৩
অজু শেষে যে দুআ পড়বে	৯৩
অঙ্গসমূহ ধোয়ার দুআ	৯৭
গোসলের দুআ	১০০
তায়াম্মুমে যে দুআ পড়বে	১০০
মসজিদে গমনের দুআ	১০১
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ	১০৩
মসজিদে যেসব দুআ পড়বে	১০৭
মসজিদে অবস্থানকারীর করণীয়	১০৯
মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা এবং ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ	১০৯
মসজিদে অনৈসলামিক কবিতা, গান ইত্যাদি বলা যাবে না	১১১
আজানের ফজিলত	১১১
আজানের পদ্ধতি	১১৩
ইকামতের পদ্ধতি	১১৪

আজান-ইকামত যেভাবে এবং যেখানে দেবে	১১৬
যেসব নামাজের জন্য আজান	১১৬
আজান-ইকামতের শর্তসমূহ	১১৭
নারী এবং হিজড়ার আজান-ইকামতের বিধান	১১৮
আজান-ইকামতের জবাব	১১৮
নামাজে আজান-ইকামতের উত্তর দেওয়া যাবে না	১২৫
আজানের পর দুআ কবুল হয়	১২৫
ফজরের সুন্নাতের পর দুআ	১২৬
কাতারে দাঁড়াতে যে দুআ পড়বে	১২৮
নামাজে দাঁড়ানোর দুআ	১২৯

অধ্যায়- ২

ইকামতের সময় দুআ	১৩০
নামাজের ভেতরের দুআসমূহ	১৩০
তাকবিরে তাহরিমা	১৩০
ইমাম উঁচু আওয়াজে তাকবির বলবে	১৩২
নামাজে তাকবিরের পরিমাণ	১৩২
তাকবিরে তাহরিমার পর দুআ	১৩২
সানার পর "আউজুবিল্লাহ" পড়া	১৩৯
"আউজুবিল্লাহ" পড়ার হুকুম	১৪১
"আউজুবিল্লাহ" -এর পর কিরাত পড়া	১৪২
বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব	১৪৩
সুন্নাত কিরাতের বিবরণ	১৪৫
রুকুর দুআ	১৫২
রুকু-সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরুহ	১৫৬
রুকু থেকে উঠতে এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার দুআ	১৫৬
সিজদার দুআ	১৬২
সিজদা থেকে উঠতে এবং দুই সিজদার মধ্যখানের দুআ	১৬৮
দ্বিতীয় সিজদায় প্রথম সিজদার ন্যায় দুআ পড়বে	১৬৯
দ্বিতীয় রাকাতের আযকার	১৭০
ফজরে কুনুত পড়া সুন্নাত	১৭১

কুনুতের সময় হাত ওঠানো	১৭৬
তাশাহুদ পড়া	১৭৭
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরুদ বর্ষণ	১৮৬
শেষ বৈঠকে দুআ করা জায়েজ	১৮৯
নামাজ শেষ করতে সালাম দেওয়া ফরজ	১৯৩
সালামে যেসব বাক্য ওয়াজিব	১৯৪
নামাজির সাথে কেউ কথা বললে করণীয়	১৯৫
নামাজান্তে জিকির ও দুআ করা মুসতাহাব	১৯৬
ফজরের পর জিকির করা উত্তম	২০৭
সকাল-সন্ধ্যার দুআ	২১০
জুমুআর সকালের আমল	২৩৮
সূর্যোদয়ের সময় দুআ	২৩৯
সূর্য পরিপূর্ণ উদিত হলে যে দুআ পড়বে	২৪২
সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে আসর পর্যন্ত যে দুআ পড়বে	২৪২
আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বেশি বেশি দুআ করা উচিত	২৪৩
মাগরিবের আজান শুনে যে দুআ পড়বে	২৪৪
মাগরিবের নামাজের পরের দুআ	২৪৫
বিতরের নামাজে এবং পরে পড়ার দুআ	২৪৬
বিছানায় শুয়ে যে দুআ পড়বে	২৪৭
জিকির-আযকার ছাড়া ঘুমানো মাকরুহ	২৬৩
জাগ্রত হয়ে পুনরায় ঘুমালে যে দুআ পড়বে	২৬৩
রাতে বিছানায় ছটফট করলে বা ঘুম না এলে যা পড়বে	২৬৭
ঘুমে আতঙ্কিত হলে যা পড়বে	২৬৯
স্বপ্নে ভালো-মন্দ দেখলে যা পড়বে	২৭০
স্বপ্নের বিবরণ শুনে যা বলবে	২৭২
রাতের দ্বিতীয় ভাগে ইসতিগফার এবং দুআর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা	২৭৩
কবুলের মুহূর্ত পাওয়ার আশায় পুরো সময় দুআ করা	২৭৫
আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহের বিবরণ	২৭৫

অধ্যায়- ৩

কুরআন তিলাওয়াতের বিবরণ	২৭৮
সুনির্দিষ্ট দিনে কুরআন মাজিদ খতম করা	২৭৮
খতমের সূচনা ও সমাপ্তি পাঠকের ইচ্ছাধীন	২৮০
তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠ সময়	২৮০
খতমের আদব ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	২৮১
খতমের পর দুআ করা মুসতাহাব	২৮২
দুআর কিছু আদব	২৮২
অজিফা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে করণীয়	২৮৩
হিফজের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ এবং ভুলে যাওয়ার ধমকি	২৮৪
তিলাওয়াতকারীর কতিপয় মাসআলা ও আদব	২৮৫
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভে তিলাওয়াত করা	২৮৫
মিসওয়াক করা মুসতাহাব	২৮৫
চিন্তা-ফিকির ও একাগ্রতার সাথে তিলাওয়াত করা	২৮৬
কান্না অথবা কান্নার ভান করা মুসতাহাব	২৮৭
মুখস্থ পড়ার চেয়ে দেখে পড়া উত্তম	২৮৭
উঁচু এবং নিচু আওয়াজে তিলাওয়াত করা যাবে	২৮৭
সুন্দর আওয়াজে তিলাওয়াত করা মুসতাহাব	২৮৮
সুরার মাঝখান থেকে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে করণীয়	২৮৮
একটি গর্হিত বিদআত	২৮৮
"সুরা বাকারা", "সুরা আলে ইমরান" বলা বৈধ	২৮৯
কুরআনের কোনো অংশ ভুলে গেলে যেভাবে ব্যক্ত করবে	২৯০
শেষকথা	২৯১
সর্বত্র তিলাওয়াত করা উচিত	২৯১

অধ্যায়- ৪

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা	২৯৪
যেখানে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা মুসতাহাব	২৯৬
জুমুআর খুতবাসহ সকল খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করা জরুরি	২৯৬
দুআর শুরু ও শেষে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা মুসতাহাব	২৯৬

নেয়ামত লাভ করলে অথবা অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে গেলে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা মুসতাহাব ২৯৭
সন্তানের মৃত্যুতে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা ২৯৮

অধ্যায়- ৫

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করা ৩০১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলে দুরুদ পড়বে ৩০৩
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরুদ পড়ার পদ্ধতি ৩০৫
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরুদ-সালাম পাঠ করা মুসতাহাব ৩০৫
হাদিস পাঠকারী উচ্চৈঃস্বরে দুরুদ-সালাম পড়বে ৩০৬
আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরুদ পড়ার মাধ্যমে দুআ শুরু করা মুসতাহাব ৩০৬
নবিগণের সাথে পরিবারের প্রতি দুরুদ পাঠ করা যাবে ৩০৭
"রাদিয়াল্লাহু আনহু" এবং "রাহিমাহুল্লাহ" পড়ার বিধান ৩০৯
মরিয়ম এবং লুকমানের ক্ষেত্রে কী বলবে? ৩০৯

অধ্যায়- ৬

আকস্মিক বিষয়ের জিকির-আযকার ও দুআসমূহ ৩১১
ইসতিখারার দুআ ৩১১
বিপদাপদের দুআ ৩১৪
ভয় পেলে যে দুআ পড়বে ৩১৮
দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে যে দুআ পড়বে ৩১৯
সর্বনাশায় নিপতিত হলে যে দুআ পড়বে ৩২১
কোনো সম্প্রদায়কে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে ৩২১
শাসককে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে ৩২২
শত্রুর দিকে তাকালে যে দুআ পড়বে ৩২৩
শয়তান দেখলে বা তাকে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে ৩২৩
দুশ্চিন্তায় কাবু হয়ে গেলে যে দুআ পড়বে ৩২৬
কঠিন বিষয়ে যে দুআ পড়বে ৩২৭
জীবিকানির্বাহ কঠিন হয়ে পড়লে যা বলবে ৩২৮
বিপদাপদে যে দুআ পড়বে ৩২৮

ছোট-বড় দুর্ঘটনায় যা পড়বে	৩২৯
ঋণের বোঝা বেড়ে গেলে যা পড়বে	৩৩০
একাকিত্বের দরুন ভয় পেলে যা পড়বে	৩৩০
কুমন্ত্রণা এলে যা পড়বে	৩৩১
বেহুঁশ ও সাপে কাটা ব্যক্তির শরীরে যা পড়ে ফুঁ দিতে হয়	৩৩৫
শিশুসহ অন্যদের সুরক্ষা	৩৪৪
ফোড়া, ফুসকুড়ি ইত্যাদি হলে যা পড়বে	৩৪৪

অধ্যায়- ৭

অসুস্থতা, মৃত্যু ইত্যাদির জিকির-আযকার	৩৪৫
মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা	৩৪৫
অসুস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে পরিবারের কাছে জিজ্ঞাসা করা এবং তাদের উত্তর প্রসঙ্গে	৩৪৫
অসুস্থ ব্যক্তি যা পড়বে, তার ওপর যা পড়া হবে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা প্রসঙ্গে	৩৪৬
পরিবার এবং সেবাদাতার প্রতি ওসিয়ত করা মুসতাহাব	৩৫৮
জ্বর কিংবা ব্যথা হলে যা পড়বে	৩৫৯
বিরাগ কিংবা অধৈর্যতা না প্রকাশের শর্তে "আমি অনেক অসুস্থ" বলা মাকরুহ নয়	৩৬০
কষ্টের কারণে মৃত্যুকামনা ঠিক নয়	৩৬১
ভালো শহরে মৃত্যু কামনা করা মুসতাহাব	৩৬১
অসুস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া মুসতাহাব	৩৬২
অসুস্থ ব্যক্তির ভালো কাজের প্রশংসা করা	৩৬২
অসুস্থ ব্যক্তির মনোবাসনা পূরণ করা	৩৬৫
রোগীর কাছে দুআ চাওয়া মুসতাহাব	৩৬৬
আরোগ্য লাভের পর উপদেশ দেওয়া	৩৬৬
মুমূর্ষু অবস্থায় যা পড়বে	৩৬৭
মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার পর যা পড়বে	৩৭১
মৃত ব্যক্তির কাছে যা পড়বে	৩৭৩
আপনজনের মৃত্যুতে যা পড়বে	৩৭৪
বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ শুনে যা পড়বে	৩৭৭

ইসলামের শত্রুর মৃত্যুতে যা পড়বে	৩৭৮
বিলাপ এবং মূর্খতার যুগের ন্যায় চিল্লাফাল্লা করা হারাম	৩৭৮
সমবেদনা জানানো সুন্নাত	৩৮২
পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি সমবেদনা জানানো মুসতাহাব	৩৮৫
শোকসভার আয়োজন মাকরুহ	৩৮৫
সমবেদনার বাক্য	৩৮৫
সান্ত্বনা প্রদানের উত্তম পন্থা	৩৮৬
ইসলামি যুগে মহামারি	৩৯২
মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া জায়েজ	৩৯২
গোসল ও কাফনের সময় যা পড়বে	৩৯৪
জানাজার দুআসমূহ	৩৯৫
তাকবিরসমূহের মধ্যখানে যা পড়বে	৩৯৫
জানাজার সালাম ও মাসবুকের করণীয়	৪০৬
খাটিয়ার সাথে গমনকারীরা যা পড়বে	৪০৭
কফিন দেখে যা পড়বে	৪০৮
কবরে স্থাপনকারীরা যা পড়বে	৪০৮
দাফনের পর যা পড়বে	৪১০
দাফনের পর তালকিন করা	৪১৩
নির্দিষ্ট ব্যক্তি জানাজা পড়ানো এবং বিশেষ স্থানে দাফনের ওসিয়ত করলে করণীয়	৪১৪
ঈসালে সওয়াব তথা দুআ-দুরুদ মৃতের জন্য উপকারী	৪১৮
মৃত ব্যক্তির প্রশংসা ও উত্তম গুণাবলির আলোচনা করা মুসতাহাব	৪২০
মৃতকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ	৪২১
কবর জিয়ারতকারী যা পড়বে	৪২২
জিয়ারতকারী অন্যকে যা থেকে বারণ করবে	৪২৬
সীমালঙ্ঘনকারীদের সমাধি দিয়ে যেভাবে অতিক্রম করবে	৪২৭

অধ্যায়- ৮

বিশেষ নামাজের বিশেষ দুআসমূহ	৪২৮
জুমুআর দিবারাত্রের দুআ ও জিকির	৪২৮
জুমুআর নামাজের পর বেশি বেশি জিকির করা মুসতাহাব	৪৩১

দুই ঈদের নামাজে পঠিত দুআসমূহ	৪৩১
উভয় ঈদের রাতে তাকবির বলা মুসতাহাব	৪৩২
তাকবিরের বিধান	৪৩৪
ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাকবির	৪৩৪
জিলহজের প্রথম দশকের আমল	৪৩৬
সূর্যগ্রহণের সময় যা পড়বে	৪৩৮
সূর্যগ্রহণের নামাজে কিরাত দীর্ঘ করা মুসতাহাব	৪৩৯
সালাতুল ইসতিসকার জিকির ও দুআ	৪৪০
প্রচণ্ড বাতাসে যা পড়বে	৪৪৭
তারকার পতন দেখে যা পড়বে	৪৫২
তারকা এবং বিজলির দিকে তাকানো কিংবা ইশারা করা যাবে না	৪৫২
বজ্রধ্বনি শুনে যা পড়বে	৪৫২
বৃষ্টি বর্ষণের সময় যা পড়বে	৪৫৪
বৃষ্টির পর যা পড়বে	৪৫৫
প্রবল বর্ষণে ক্ষতির আশঙ্কা হলে যা পড়বে	৪৫৬
তারাবির নামাজের জিকির	৪৫৮
সালাতুল হাজতের দুআ	৪৫৮
সালাতুত তাসবিহের দুআ	৪৬১

অধ্যায়- ৯

জাকাতের আলোচনা	৪৬৫
সংশ্লিষ্ট মাসআলা ও দুআ	৪৬৫
জাকাতের নিয়ত করা ওয়াজিব	৪৬৭
দান-সাদকা এবং জাকাত প্রদানের সময় যা পড়বে	৪৬৭

অধ্যায়- ১০

রোজার অধ্যায়	৪৬৮
নতুন চাঁদ কিংবা চাঁদ দেখে যা পড়বে	৪৬৮
চাঁদ দেখে যা পড়বে	৪৭০
রোজার মুসতাহাব জিকিরসমূহ	৪৭১
ইফতারের সময় যা পড়বে	৪৭২
মেজবানের উদ্দেশে যা বলবে	৪৭৪

লাইলাতুল কদরে যা করবে ৪৭৫
ইতিকাফের আমল ৪৭৫

অধ্যায়- ১১

হজের অধ্যায় ৪৭৬
হজের দুআসমূহ ৪৭৬
তালবিয়া পরবর্তী করণীয় ৪৭৯
মক্কায় পৌঁছে যা পড়বে ৪৮০
কাবায় প্রথম দৃষ্টির পর যা করবে ৪৮০
তাওয়াফের দুআ ৪৮১
মুলতাজিমের দুআ ৪৮৪
মিজাবে রহমতে দুআ করবে ৪৮৫
বাইতুল্লায় যা পড়বে ৪৮৬
সাঈর জিকির ও দুআ ৪৮৭
আরাফায় যাওয়ার সময় যা পড়বে ৪৯২
আরাফার জিকির ও দুআ ৪৯৩
মুজদালিফা থেকে আরাফায় যেতে যা পড়বে ৪৯৭
মাশআরে হারাম এবং মুজদালিফায় যা পড়বে ৪৯৮
মিনার দিকে যেতে যা পড়বে ৫০২
মিনায় যা পড়বে ৫০২
আইয়ামে তাশরিকে মিনায় যা পড়বে ৫০৪
মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর করণীয় ৫০৫
জমজমের পানি পানের দুআ ৫০৫
মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করণীয় ৫০৬
রওজা মুবারকের জিয়ারত ও দুআ ৫০৮

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ করা

পবিত্র কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

{وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ}

> **অর্থ :** তাদের তো বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে আদেশ করা হয়েছিল।[৩০]

অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করেন–

{لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}

> **অর্থ :** (কুরবানির পশুর) রক্ত ও গোশত কোনোটিই আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। কেবল তোমাদের তাকওয়া আল্লাহর কাছে কাছে পৌঁছায়।[৩১]

ইবনে আব্বাস রাদি. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বিশুদ্ধ নিয়তই তাঁর কাছে পৌঁছায়।

এ সম্পর্কে আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ،

---

৩০. সুরা বাইয়িনা: ০৫।
৩১. সুরা হজ: ৩৭।

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অর্থ : রাসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সব কাজই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকেই তার নিয়ত অনুসারে প্রতিদান পেয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলকে পাওয়ার আশায় হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ এবং রাসুলকে পাওয়ার জন্যই হয়। আর যে দুনিয়া কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার আশায় হিজরত করে, তার হিজরত সে জন্যই হবে, যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে।[৩২]

হাদিসটি সহিহ, সবাই এ ব্যাপারে একমত। এর উঁচু মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যেসব হাদিসের ওপর ইসলামের ভিত্তি, সেগুলোর মধ্যে এ হাদিসটি অন্যতম। সালাফে সালেহিন ও তাদের অনুসারীরা তাদের কিতাবকে এ হাদিসের মাধ্যমে সূচনা করতে পছন্দ করতেন, যেন শুরুতেই সবাই নিয়তের পরিশুদ্ধির বিষয়ে মনোযোগী ও যত্নশীল হয়।

ইমাম আবু সাঈদ আবদুর রহমান বিন মাহদি রাহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, কিতাব সংকলনকারীকে এই হাদিস দ্বারা শুরু করা উচিত।

ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবি রাহ. বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী মাশায়েখরা প্রতিটি কাজ, বিশেষ করে দীনি বিষয়াদি শুরু করার আগে এই হাদিস বর্ণনা করা মুসতাহাব মনে করতেন। কারণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত– নিয়ত অনুসারে ব্যক্তির কর্ম সংরক্ষণ করা হয়।

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, মানুষ তার নিয়ত অনুসারেই প্রতিদান পেয়ে থাকে। হজরত ফুদাইল বিন ইয়াদ রাহ. থেকে বর্ণিত– মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেওয়া রিয়া বা কপটতা, আর মানুষের জন্য আমল করা

---

৩২. সহিহ বুখারি : ১৯০৭; সুনানে আবু দাউদ : ২২০১; সুনানে তিরমিজি : ১৬৪৭।

শিরক। আল্লাহ তাআলা তোমাকে উভয়টা থেকে রক্ষা করার নামই ইখলাস।[৩৩]

ইমাম হারিস মুহাসিবি রাহ. বলেন, সাদিক বা সত্যবাদী বলা হয়– সৃষ্টিজগতের মন থেকে যার মর্যাদা বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও সে আন্তরিক বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে এর পরোয়াই করে না। মানুষ তার নেক আমল সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণ জানুক, এ কথা পছন্দ করে না। আর মানুষ তার বদ আমল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াকে অপছন্দ করে না।[৩৪]

হজরত হুজায়ফা মারআশি রাহ. থেকে বর্ণিত– বান্দার কাছে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের আমল সমান হয়ে যাওয়ার নামই ইখলাস।[৩৫]

উসতাজ ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরি রাহ. বলেন, স্বেচ্ছায় কেবল আল্লাহর জন্য ইবাদত করার নাম ইখলাস। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা একমাত্র উদ্দেশ্য, যেখানে পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না– সৃষ্টিকে খুশি করা, মানুষের প্রশংসা অর্জন করা, মানুষের ভালোবাসা লাভ করা ইত্যাদি।

হজরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতারি রাহ. বলেন, জ্ঞানীরা ইখলাসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, বান্দার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত ওঠাবসা একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া; নিজের আত্মা, কুপ্রবৃত্তি এবং দুনিয়া হাসিলের সংমিশ্রণ না থাকা।[৩৬]

উসতাজ আবু আলি দাক্কাক রাহ. থেকে বর্ণিত– সৃষ্টিকে লক্ষ্যে চলা থেকে বেঁচে থাকাই ইখলাস। আর নিজের ভালো কাজ দেখা থেকে নিজেকে দূরে রাখাই সিদক তথা সত্যবাদিতা। (কেননা, নিজের ভালো কাজ দেখলে একে নিজের কৃতিত্ব মনে করবে। ফলে আত্মগর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হবে)। অতএব, কপটতামুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত মুখলিস এবং আত্মগর্ব না থাকা ব্যক্তিই সাদিক তথা সত্যবাদী।

হজরত জুন্নুন মিশরি রাহ. থেকে বর্ণিত, ইখলাসের নিদর্শন ৩টি–

---

৩৩. আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা : ১৬৩।
৩৪. আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা : ১৬৩।
৩৫. শুআবুল ঈমান : ৬৮৭৮।
৩৬. আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা : ১৬২।

الأذكار

আল আযকার

জন্ম থেকে মৃত্যু—জীবনের প্রতিটি ধাপে রাসুল ﷺ
বর্ণিত দিনরাতের শ্রেষ্ঠ দুআ, যিকির ও আমলসমূহ

মূল: ইমাম নববি رحمه الله

তাহকিক: শাইখ ইউসুফ বাদিবি

সূচিপত্র

অধ্যায়- ১২

জিহাদের আলোচনা	২৫
শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা রাখা মুসতাহাব	২৫
সেনাধ্যক্ষকে তাকওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং যুদ্ধ-সন্ধির পদ্ধতি শিক্ষাদান আমিরের দায়িত্ব	২৭
অন্য এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করে যুদ্ধস্থল লুকিয়ে রাখা বৈধ	২৭
যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করা	২৮
জিহাদের সময় দুআ করা, বিনয়ী হওয়া এবং তাকবির বলা মুসতাহাব	২৯
যুদ্ধে অহেতুক চিৎকার করা অনুচিত	৩৮
শত্রুকে ভীত করতে নিজের পরিচয় দেওয়া বৈধ	৩৮
যুদ্ধে ছন্দ বলা মুসতাহাব	৩৯
আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ধৈর্যধারণ করবে এবং শাহাদতের প্রত্যাশায় আনন্দিত হবে	৪২
মুসলমানদের বিজয়ে যা পড়বে	৪৪
পরাজয়ের আশঙ্কা হলে করণীয়	৪৪
সৈন্যদের বীরত্বে আমিরের প্রশংসা করা উচিত	৪৬
যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে যা পড়বে	৪৬

অধ্যায়- ১৩

মুসাফিরের বিভিন্ন দুআ	৪৭
ইসতিখারা ও পরামর্শ করা মুসতাহাব	৪৭
সফরের দৃঢ় ইচ্ছার পর করণীয়	৪৮
ঘর থেকে বের হতে করণীয়	৪৯
সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার দুআ	৫২
মুসাফিরকে বিদায় দেওয়ার দুআ	৫৩
পুণ্যবানদের কাছে উপদেশ তলব করা মুসতাহাব	৫৫
মুসাফিরের কাছে উত্তম স্থানসমূহে দুআর দরখাস্ত করা মুসতাহাব; যদিও দুআপ্রার্থী শ্রেষ্ঠ হয়	৫৬
বাহনে আরোহণের দুআ	৫৬
নৌযানে আরোহণের দুআ	৬১
সফরে দুআ করা মুসতাহাব	৬২
ওপরে আরোহণ করতে "আল্লাহু আকবার" এবং নিচে অবতরণ করতে "সুবহানাল্লাহ" বলবে	৬২
অতিরিক্ত উঁচু আওয়াজে তাকবির বলা নিষিদ্ধ	৬৫
ক্ষিপ্রতা, প্রাণবন্ততা, প্রমোদ ও ভ্রমণ সহজকরণের লক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তি মুসতাহাব	৬৬
বাহন পালিয়ে গেলে করণীয়	৬৬
অবাধ্য জন্তুর ওপর আরোহণকালে যা পড়বে	৬৭
জনপদ দেখে যা পড়বে	৬৭
সফরে মানুষ কিংবা অন্য কিছুকে ভয় করলে যা পড়বে	৬৯
ভূতপ্রেত সামনে এলে যা বলবে	৬৯
যাত্রাবিরতিতে পড়ার দুআ	৭০
সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে যা বলবে	৭১
মুসাফির ফজরের নামাজান্তে যা পড়বে	৭২
নিজ শহর দেখে যা পড়বে	৭৪
সফর থেকে ঘরে প্রবেশ করে যা পাঠ করবে	৭৫

সফর ফেরত ব্যক্তির উদ্দেশে যা বলবে ৭৫
গাজির উদ্দেশে যা বলবে ৭৬
হাজির উদ্দেশে যা বলা হবে এবং সে যা বলবে ৭৬

অধ্যায়- ১৪

খাদ্য গ্রহণকারী ও পানকারীর পাঠ্য দুআসমূহ ৭৮
খাবার সামনে এলে যা পড়বে ৭৮
মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করে "খাবার গ্রহণ করুন" অথবা সমার্থক কিছু বলা মুসতাহাব ৭৮
পানাহারের শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলা ৭৯
কৈফিয়ত ও যথেষ্ট পরিমাণ ৮৪
খাবারের দোষ ধরা নিষিদ্ধ ৮৪
"এই খাবারের প্রতি আগ্রহ নেই", "এই খাদ্যে অভ্যস্ত নই" বলা বৈধ ৮৫
খাবারের প্রশংসা করা উচিত ৮৫
নফল রোজাদারের সামনে খাবার উপস্থিত করা হলে এবং রোজা ভাঙতে না চাইলে করণীয় ৮৬
সাথে অনিমন্ত্রিত কেউ এলে করণীয় ৮৬
খাবারের আদব রক্ষা না করা ব্যক্তিকে উপদেশ ও শিক্ষাদান ৮৭
খাবারের সময় দীনি কথাবার্তা মুসতাহাব ৮৯
খেয়ে তৃপ্ত না হওয়া ব্যক্তির করণীয় ৮৯
ব্যাধিগ্রস্তের সাথে খাওয়ার সময় যা বলবে ৮৯
খাবার শেষে যা পড়তে হয় ৯১
খাওয়ার পর মেজবানের উদ্দেশে যা পড়বে ৯৬
পানি-দুধ বণ্টনকারীর জন্য দুআ ৯৮
মেজবানকে দুআর মাধ্যমে উৎসাহিত করা উচিত ১০০
মেহমানকে মর্যাদা দানকারীর গুণগান করা ১০০
পানাহার শেষে করণীয় ১০৪

অধ্যায়- ১৫

সালাম, অনুমতি গ্রহণ এবং হাঁচির জবাব	১০৫
সালামের মর্যাদা ও প্রসারের নির্দেশনা	১০৬
সালামের নিয়ম	১১০
তিনবার সালাম প্রদান-বিষয়ক বিশুদ্ধ বর্ণনার মর্মার্থ	১১৫
সালাম-জবাবের আওয়াজ এবং এর মুসতাহাব পদ্ধতি	১১৫
সালামের উত্তর তাৎক্ষণিক দেওয়া শর্ত	১১৬
মুখে উচ্চারণ না করে হাত ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করে সালাম দেওয়া মাকরুহ	১১৬
সালামের বিধান	১১৭
আড়াল থেকে অথবা পত্র কিংবা দূতের মাধ্যমে সালাম পাঠালে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব	১১৯
অবহিতকারী ও প্রেরণকারীর উদ্দেশে উত্তর দেওয়া মুসতাহাব	১২০
বধির-বোবাদের সালাম এবং উত্তর প্রদানের পদ্ধতি	১২১
নাবালিগের সালাম এবং তার প্রতি বালিগের সালাম	১২১
পুনরায় সাক্ষাতেও সালাম দেওয়া সুন্নাত	১২২
একসঙ্গে অথবা একটু আগপিছ করে সালামের বিধান	১২৪
উত্তরের শব্দে সালামের বিধান	১২৪
কথার আগে সালাম দেওয়া সুন্নাত	১২৫
উত্তরের চেয়ে সালাম উত্তম	১২৬
যে অবস্থায় সালাম দেওয়া মুসতাহাব, মাকরুহ কিংবা মুবাহ	১২৭
মাকরুহ সালামের উত্তরের বিধান	১২৯
যাদের সালাম দেওয়া যাবে এবং যাদের যাবে না	১২৯
যাদের সালামের উত্তর দেওয়া যাবে এবং যাদের যাবে না	১২৯
জিম্মিদের সালাম, তাদের সালামের উত্তর এবং সংশ্লিষ্ট মাসায়েল	১৩২
কাফেরদের মাঝে থাকা মুসলমানকেও সালাম দেওয়া সুন্নাত	১৩৪
অমুসলিমদের প্রতি প্রেরিত চিঠিতে সালাম লেখার পদ্ধতি	১৩৫
মুমূর্ষু জিম্মিকে পরিদর্শনে গেলে যা বলবে	১৩৫

বিদআতি এবং তাওবার পূর্বে মহাপাপীকে সালামের বিধান	১৩৬
শিশুদেরও সালাম দেওয়া সুন্নাত	১৩৭
সালামের কতিপয় শিষ্টাচার ও মাসআলা	১৩৮
সালামে বিশেষ দলকে নির্দিষ্ট করা মাকরুহ	১৩৯
জনসমাগম তথা বাজার ইত্যাদিতে চলার পথে সালামের পদ্ধতি	১৪০
একদল লোকের সালামের উত্তর একবারই যথেষ্ট	১৪০
যেখানে এক সালামই যথেষ্ট এবং যেখানে না	১৪০
ঘরে কেউ না থাকলেও সালাম দেওয়া মুসতাহাব	১৪১
বিচ্ছেদের সালাম ও জবাবের বিধান	১৪২
উত্তর না পাওয়া অথবা সালাম কিংবা সালামকারীকে হেয়জ্ঞানের প্রবল ধারণা হলে করণীয়	১৪২
প্রবেশাধিকার চাওয়া	১৪৪
অনুমতি চাওয়ার সময় পূর্ণ পরিচয় দেওয়া উচিত	১৪৬
চেনা না গেলে সম্মানসূচক পরিচিতি বলা সমস্যা না	১৪৮
সালামের শাখাগত কিছু মাসায়েল	১৫০
গোসলখানা থেকে বের হতে অভিবাদন জানানোর কোনো ভিত্তি নেই	১৫০
সালামের পরিবর্তে বা পরে মানুষ সাধারণত যেসব বাক্য ব্যবহার করে	১৫০
ছোট-বড়দের চেহারা ও মাথায় চুমোদানের বিধান	১৫১
মৃত এবং ভ্রমণফেরত ব্যক্তির চেহারায় চুম্বন করা বৈধ	১৫৪
মুসাফাহা (করমর্দন) করা সুন্নাহ	১৫৬
মুসাফাহার সময় হর্ষোৎফুল্লতা ও দুআ করা মুসতাহাব	১৫৯
কারও সম্মানার্থে পিঠ বাঁকানো মাকরুহ	১৬১
বুজুর্গ, পিতা-মাতা এবং ঘনিষ্ঠ কারও আগমনে দাঁড়ানো মুসতাহাব	১৬২
নেককারদের সাক্ষাতে সমীহ ও শ্রদ্ধার সাথে যাওয়া মুসতাহাব	১৬২
নেককার সাথিকে সাক্ষাতের আহ্বান করা এবং আগের তুলনায় বেশি নিমন্ত্রণ করা মুসতাহাব	১৬৪

হাঁচিদাতার উত্তর এবং মুখব্যাদানের বিধান	১৬৪
হাঁচিদাতা যা বলবে এবং যে শব্দে তাকে দুআ করা হবে	১৬৮
হাঁচিদাতা "আলহামদুলিল্লাহ" না বললে উত্তর দেওয়া যাবে না	১৭২
"আলহামদুলিল্লাহ" ছাড়া ভিন্ন কিছু বললে উত্তর দিতে নেই	১৭৩
নামাজে হাঁচিদাতার ব্যাপারে ফকিহদের মতানৈক্য	১৭৪
হাঁচির সময় মুখে হাত অথবা কাপড় রাখা সুন্নাত	১৭৪
বারবার হাঁচিদাতার জবাবের বিধান	১৭৫
"আলহামদুলিল্লাহ" না বলা অথবা কিছুকে শোনানো এবং কিছুকে না	১৭৮
ইহুদি হাঁচি দিলে করণীয়	১৭৮
আলোচনাকালে পাশে থাকা ব্যক্তি হাঁচি দিলে করণীয়	১৭৯
যথাসম্ভব হাই প্রতিহত করা সুন্নাত এবং মুখে হাত রাখা মুসতাহাব	১৭৯
অন্যের প্রশংসা করা মুসতাহাব	১৮০
নিষিদ্ধের কিছু হাদিস	১৮১
প্রশংসা বৈধ হওয়ার কিছু হাদিস	১৮২
আত্মপ্রশংসা ও নিজের উত্তম গুণের আলোচনা	১৮৮

কতিপয় মাসআলা

আহ্বানকারীর ডাকে যা বলে সাড়া দেওয়া মুসতাহাব	১৯২
জ্ঞান ও যোগ্যতায় বড় ব্যক্তির উদ্দেশে যা বলা উচিত	১৯৩
বেগানা পুরুষের সাথে রুক্ষভাষী হওয়া উচিত	১৯৩

অধ্যায়- ১৬

বিবাহ ও সংশ্লিষ্ট আযকার	১৯৫
নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে যা বলবে	১৯৫
নিজের কিংবা অভিভাবকত্বে থাকা মেয়েদের বিয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সামনে পেশ করা মুসতাহাব	১৯৬
আক্দের সময় করণীয়	১৯৭
আক্দের পর বিবাহিতকে যা বলা উচিত	২০২

যা বলা মাকরুহ ২০৩
বাসররাতে স্ত্রীকে ভেতরে দেওয়ার পর স্বামীর করণীয় ২০৪
বাসরের পর স্বামীকে যা বলবে ২০৫
সহবাসের দুআ ২০৬
স্ত্রীর সাথে কৌতুক, রসিকতা এবং স্নেহপরায়ণ আচরণ করা উচিত ২০৬

অধ্যায়- ১৭

নবজাতকের নামকরণ ২০৮
অকালপ্রসূত ভ্রূণেরও নামকরণ মুসতাহাব ২১০
সুন্দর নাম রাখা মুসতাহাব ২১১
আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামসমূহ ২১১
অভিনন্দন জানানো ও অভিনন্দন জ্ঞাপনকারীর জবাব ২১২
অপছন্দনীয় নামকরণ নিষিদ্ধ ২১৩
সন্তান, গোলাম, ছাত্র কিংবা অধীনস্থদের শিষ্টাচার শেখানো, খারাপ কাজ থেকে বারণ করা এবং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে কুৎসিত নামে ডাকা ২১৫
নাম অজানা ব্যক্তিকে সম্বোধন করার নিয়ম ২১৫
পিতা এবং শিক্ষক কিংবা শাইখকে নাম ধরে ডাকা নিষিদ্ধ ২১৭
উত্তম নামে নাম পরিবর্তন করা মুসতাহাব ২১৭
ব্যক্তি কষ্টবোধ না করলে নামের সংক্ষেপণ জায়েজ ২২১
অপছন্দনীয় ডাকনামে ডাকা নিষিদ্ধ ২২২
পছন্দনীয় ডাকনামে ডাকা বৈধ; বরং মুসতাহাব ২২২
উপনামে ডাকা বৈধ; বড়দেরকে উপনামে ডাকা মুসতাহাব ২২৪
বড় ছেলের নামে উপনাম ২২৪
সন্তানহীন ব্যক্তি ও শিশুর উপনাম ২২৫
আবুল কাসেম উপনাম রাখা নিষিদ্ধ ২২৬
উপনাম ছাড়া চেনা না গেলে অথবা নামোল্লেখে ফিতনার আশঙ্কা হলে কাফের, বিদআতি এবং ফাসেককে উপনামে অভিহিত করা বৈধ ২২৮
নারী কিংবা পুরুষ অমুকের পিতা বা অমুকের মাতা উপনামে অভিহিত হতে পারবে ২২৯

অধ্যায়- ১৮

বিভিন্ন জিকির-সংক্রান্ত আলোচনা	২৩১
সুসংবাদে যথাসাধ্য আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা মুসতাহাব	২৩১
মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনলে যা বলবে	২৩২
আগুন দেখলে করণীয়	২৩৩
মজলিস থেকে ওঠার দুআ	২৩৩
মজলিসে নিজের জন্য এবং সাথিদের জন্য দুআ করা	২৩৫
আল্লাহ তাআলার স্মরণ ছাড়া মজলিস ত্যাগ করা অপছন্দনীয়	২৩৭
চলার পথে আল্লাহর স্মরণ	২৩৮
ক্রোধান্বিত হলে পাঠ করার দুআ	২৩৯
কাউকে মুহব্বত করলে জানিয়ে দেওয়া মুসতাহাব এবং জানানোর পর প্রিয়জনের করণীয়	২৪৩
ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে যা পড়বে	২৪৫
নিজের অথবা প্রিয়জনের হালপুরসি করা হলে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং অবস্থা ভালো হলে উত্তর দেওয়া মুসতাহাব	২৪৬
বাজারে প্রবেশের দুআ	২৪৭
শরিয়ত-সম্মত কাজে সমর্থন জানানো মুসতাহাব	২৪৯
আয়নার দিকে তাকিয়ে যা বলবে	২৫০
হিজামার দুআ	২৫১
কান বেজে উঠলে যা বলবে	২৫১
পা অবশ হয়ে গেলে যা বলবে	২৫১
মুসলমানদের ওপর অথবা ব্যক্তিগত জুলুমকারীর বিপক্ষে অভিশাপ করা বৈধ	২৫২
বিদআতি ও পাপিষ্ঠ লোকদের থেকে দায়মুক্তি	২৫৭
ঘৃণ্য কাজ দূরীকরণের সময় যা বলবে	২৫৮
যবানে অশ্লীলতা থাকা ব্যক্তি যা বলবে	২৫৮
সওয়ারি হোঁচট খেলে যা বলবে	২৫৯
শাসনকর্তা মারা গেলে করণীয়	২৬০

কেউ ভালো কাজ করলে দুআ, প্রশংসা এবং উদ্বুদ্ধ করা উচিত	২৬১
দানকারী গ্রহণকারীর জন্য উত্তম প্রতিদানের দুআ করবে	২৬৪
হাদিয়া গ্রহণে ওজর পেশ করা যাবে	২৬৫
বিচারক কিংবা গভর্নর হলে, সন্দেহযুক্ত অথবা অন্য কোনো শরয়ি ওজর থাকলে হাদিয়া গ্রহণে ওজর পেশ করা যাবে।	২৬৫
কষ্টদায়ক বস্তু দূরকারী ব্যক্তিকে যা বলবে	২৬৬
প্রথম ফল দেখে যা বলবে	২৬৭
ওয়াজ ও পাঠদানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা মুসতাহাব	২৬৮
কল্যাণকর কাজে পথপ্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের ফজিলত	২৬৯
জিজ্ঞাসিত বিষয়ে অনবগত হলে প্রশ্নকারীকে জানাশোনা ব্যক্তির কাছে যেতে উদ্বুদ্ধ করা	২৭১
আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আহ্বান করা হলে করণীয়	২৭৩
ঝগড়ার আদব এবং কুৎসিত বাক্য থেকে দূরে থাকা	২৭৩
মূর্খদের এড়িয়ে চলা উচিত	২৭৪
নিজের চেয়েও মর্যাদাবান ব্যক্তিকে নসিহত করা যাবে	২৭৮
অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ	২৭৯
সম্পদ অথবা অন্য কিছু পেশ করা হলে দুআ করা মুসতাহাব	২৮১
জিম্মি মুসলমানদের সাথে ভালো কাজ করলে করণীয়	২৮১
কুদৃষ্টি ও ক্ষতির আশঙ্কা হলে করণীয়	২৮২
নিজের, সন্তানাদি, সম্পদ অথবা অন্য কোথাও আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে এবং এতে কুদৃষ্টি অথবা ক্ষতির আশঙ্কা হলে করণীয়।	২৮২
পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় জিনিস দেখে যা বলতে হয়	২৮৬
আকাশের দিকে তাকিয়ে যা বলবে	২৮৭
কোনো বস্তুকে শুভ মনে করলে যা বলবে	২৮৮
গোসলখানায় প্রবেশের দুআ	২৮৯
গোলাম-বাঁদি এবং পশু কিনে কিংবা ঋণ আদায় করে যা বলবে	২৮৯
ঋণ পরিশোধের সময় বলবে	২৯০
ঘোড়ার ওপর স্থির না থাকা ব্যক্তির জন্য যে দুআ পড়বে	২৯০

সাধারণ জনগণের সামনে অবোধগম্য কথা বলা নিষিদ্ধ	২৯১
আলেম-ওয়ায়েজ মনোযোগের জন্য উপস্থিত লোকদের চুপ করাতে পারবে	২৯১
বাস্তবে সঠিক হলেও অনুসরণীয় ব্যক্তির বাহ্যিক ভুলে করণীয়	২৯২
অনুসৃত ব্যক্তিকে বাহ্যিক ভুল করতে দেখলে যা বলবে	২৯৪
পরামর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ	২৯৫
ভালো কথা বলতে উৎসাহিত করা	২৯৭
শ্রোতাদের জন্য কথা সুস্পষ্ট করা এবং ব্যাখ্যা করা মুসতাহাব	২৯৮
শর্তসাপেক্ষ বিনোদন করা যাবে	২৯৮
সুপারিশ করা মুসতাহাব	৩০০
সুসংবাদ দেওয়া এবং অভিবাদন জানানো মুসতাহাব	৩০৪
তাসবিহ-তাহলিল কিংবা এ-জাতীয় শব্দে আশ্চর্যভাব প্রকাশ করা বৈধ	৩০৮
সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ	৩১১

অধ্যায়- ১৯

যবানের হেফাজত	৩১৫
প্রয়োজনে কথা বলা	৩১৬
পরনিন্দা ও চুগলি করা হারাম	৩২৫
দীনি বিষয়ে :	৩২৫
গিবতের সংজ্ঞার্থ ও সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির বর্ণনা	৩৩০
গিবত শোনা হারাম; গিবত করতে দেখলে করণীয়	৩৩২
নিজেকে গিবত থেকে বাঁচানোর উপায়	৩৩৩
যেসব ক্ষেত্রে গিবত বৈধ	৩৩৪
শাইখ-ছাত্র কিংবা অন্য কারও গিবত শুনলে করণীয়	৩৪০
অন্তরে গিবত করা	৩৪৩
গিবতের কাফফারা ও তাওবা	৩৪৬
মাফ করার জন্য মন পরিষ্কারের পদ্ধতি :	৩৪৭
চুগলি করা হারাম	৩৪৯

প্রশাসনের কাছে প্রয়োজন ছাড়া কোনো বিষয় তুলে ধরা নিষিদ্ধ; এতে বিভিন্ন সমস্যার আশঙ্কা আছে ৩৫২
প্রমাণিত বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা নিষিদ্ধ ৩৫২
অহংকার করা নিষিদ্ধ ৩৫৩
অপর মুসলমানের কষ্টে আনন্দিত হওয়া নিষিদ্ধ ৩৫৩
মুসলমানদের তুচ্ছ করা এবং তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হারাম ৩৫৪
মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান জঘন্য হারাম ৩৫৬
দান বা অনুগ্রহ করে খোঁটা দেওয়া নিষিদ্ধ ৩৫৭
অভিসম্পাত করা নিষিদ্ধ ৩৫৮
অনির্দিষ্ট এবং অপ্রসিদ্ধ পাপিষ্ঠকে লানত করা বৈধ ৩৬২
বৈধ-অবৈধ অভিশাপ ৩৬৫
অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অভিসম্পাতের প্রতিকার ৩৬৬
সৎকর্মের আদেশ প্রদান এবং অসৎকাজে নিষেধ করার সময় যা বলা যাবে ৩৬৬
দরিদ্র, দুর্বল, এতিম, ভিক্ষুক এবং অসহায়দের তিরস্কার করা নিষিদ্ধ; তাদের সাথে বিনয় ও নম্রতার আচরণ করা অপরিহার্য ৩৬৯
অপছন্দনীয় শব্দের ব্যবহার ৩৭১
"মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে" বলা নিষিদ্ধ ৩৭৩
আল্লাহর অভিপ্রায়ের সাথে অন্যের অভিপ্রায় সংযুক্ত করতে ثُمَّ (সুম্মা) অব্যয় ব্যবহার হবে; وَاوْ (ওয়াও) না ৩৭৪
"অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে" বলা মাকরুহ ৩৭৫
"এমনটা করলে আমি ইহুদি/ খ্রিষ্টান/ ইসলাম থেকে মুক্ত" বলা হারাম ৩৭৫
অপর মুসলিমকে "হে কাফের" বলে সম্বোধন করা হারাম ৩৭৫
অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার বদদুআ করা গুনাহ ৩৭৬
কাফের কুফরি বাক্য বলতে বাধ্য করলে করণীয় ৩৭৭
কাফেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা ৩৭৭

বাধ্যকরণ ছাড়াই শাহাদাতাইন পাঠ করার হুকুম ৩৭৮
মুসলমানদের দায়িত্বশীলকে যে উপাধি দেওয়া হবে ৩৭৮
কাউকে শাহানশাহ বলা হারাম ৩৮০
সাইয়েদ শব্দের প্রয়োগ ৩৮১
নিষেধাজ্ঞার হাদিসসমূহ ৩৮২
গোলাম মালিককে এবং মালিক গোলামকে যেভাবে সম্বোধন করবে ৩৮৩
অপরকে "আমার গোলাম" বলে সম্বোধন করা অনুচিত ৩৮৬
বাতাসকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ ৩৮৬
জ্বরকে গালি দেওয়া মাকরুহ ৩৮৬
মোরগকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ ৩৮৭
মূর্খ যুগের আর্তনাদ ও বাক্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ৩৮৭
মুহাররমকে সফর নামকরণ করা মাকরুহ ৩৮৮
কাফের অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দুআ করা হারাম ৩৮৮
শরয়ি কারণ ছাড়া মুসলমানকে গালি দেওয়া হারাম ৩৮৮
ঝগড়া-বিবাদে ব্যবহৃত নিন্দিত শব্দাবলি ৩৮৯
"আমার সাথে আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো সৃষ্টি নেই" বলা মাকরুহ ৩৮৯
"আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন", "তুমি সকালে আনন্দিত হও" –বাক্যদ্বয় পরিহারযোগ্য ৩৯০
তৃতীয় ব্যক্তির সামনে দুই ব্যক্তির সংগোপনে আলাপচারিতা নিষিদ্ধ ৩৯১
স্বামী বা অন্যের কাছে বেগানা মহিলার শারীরিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষিদ্ধ। তবে বিয়ের প্রতি আকৃষ্টকরণ ইত্যাদি শরয়ি প্রয়োজনে বৈধ৩৯২
বিবাহিতকে "দাম্পত্যজীবন সুখময় ও সন্তানময় হোক" বলা অপছন্দনীয় ৩৯২
রাগান্বিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে "আল্লাহকে স্মরণ করো" বলা মাকরুহ ৩৯২
শপথের পরিবর্তে "আল্লাহ জানেন যে, বিষয়টা এমন নয়", অথবা "বিষয়টা এমনই" বাক্য বর্জনীয় ৩৯২
"চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন" বলা মাকরুহ ৩৯৩

আল্লাহর নাম বা গুণাবলি ছাড়া অন্য নামে শপথ করা মাকরুহ	৩৯৪
ক্রয়-বিক্রয়ে অধিকহারে শপথ করা মাকরুহ; যদিও সত্য হয়	৩৯৫
বৃষ্টির সময় আসমানে সৃষ্ট রেখাকে "কাওসে কুজাহ" বলা মাকরুহ	৩৯৫
নিজের পাপ সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করা মাকরুহ	৩৯৬
কারও গোলাম, স্ত্রী, ছেলে, দাস কিংবা অধীনস্থ কাউকে তার বিরুদ্ধে ফুসলানো হারাম	৩৯৭
আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করা সম্পদের ক্ষেত্রে যা বলবে	৩৯৭
ইমামের সাথে "ইয়্যাকা নাবুদু" বলা নিষিদ্ধ	৩৯৮
শুল্ককে সরকারের সম্পদ বলা নিষিদ্ধ	৩৯৮
আল্লাহর ওয়াস্তে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া মাকরুহ	৩৯৯
আল্লাহর ওয়াস্তে প্রার্থনাকারী ও সুপারিশকারীকে তাড়িয়ে দেওয়া মাকরুহ	৩৯৯
"আল্লাহ তোমার জীবন দীর্ঘায়িত করুন" বলা মাকরুহ	৪০০
"আমার মা-বাবা তোমার ওপর উৎসর্গিত হোক" বলা যাবে	৪০০
ঝগড়া, বিবাদ এবং কলহ শব্দাবলি নিন্দনীয়	৪০১
অযাচিত ভঙ্গিপ্রকাশ মাকরুহ	৪০৩
ইশার নামাজের পর বৈধ কথাবার্তাও মাকরুহ	৪০৫
ইশাকে "আতামা", মাগরিবকে "ইশা" এবং ফজরকে "গাদাত" বলা মাকরুহ	৪০৮
ক্ষতি ও কষ্টের আশঙ্কা হলে অন্যের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা হারাম	৪০৯
বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীকে মারার কারণ জিজ্ঞাসা করা যাবে না	৪০৯
কবিতা ও কবিতার দর্শনের বিবরণ	৪১০
অশ্লীল শব্দের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা	৪১১
মা-বাবা এবং সম্মানি লোকদের ধমক দেওয়া হারাম	৪১৩
মিথ্যার নিষিদ্ধতা ও মিথ্যার ধরন	৪১৫
যেসব মিথ্যা হারাম নয়	৪১৬
বর্ণনার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় বর্ণনা করা নিষিদ্ধ	৪১৮

ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলা এবং তাওরিয়া অবলম্বন করা ৪১৯
নিষেধাজ্ঞার হাদিসসমূহ ৪২০
কেউ খারাপ কথা বললে করণীয় ৪২২
যেসব শব্দ কতক আলেমের দৃষ্টিতে মাকরুহ, অথচ বাস্তবে না ৪২৪
"হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও" বলা মাকরুহ না ৪২৫
"আল্লাহর নামে এ-রকম করো" বলা মাকরুহ না ৪২৬
"আল্লাহ পাক আমাদের তাঁর রহমতের নিবাসে একত্রিত করুন" বলা মাকরুহ না ৪২৭
"আমি আমার রব রাব্বে কারিমের ওপর ভরসা করলাম" বলা মাকরুহ না ৪২৯
বাইতুল্লার তাওয়াফকে শাওত-দাওর বলা মাকরুহ না ৪২৯
"আমরা রমজানের রোজা রেখেছি", "রমজান এসেছে" বলার হুকুম ৪৩০
"সুরা বাকারা" ইত্যাদি বলা মাকরুহ না ৪৩২
"আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে বলেন" বলা মাকরুহ না ৪৩২

অধ্যায়- ২০

জামিউদ দাআওয়াত বা সমন্বয়কারী দুআসমূহ ৪৩৪
সর্বাবস্থায় পঠিত পড়ার গুরুত্বপূর্ণ মুসতাহাব দুআসমূহ ৪৩৪
দুআর আদব ৪৬৩
তাকদির অবশ্যম্ভাবী হওয়া সত্ত্বেও দুআর ফায়দা ৪৬৮
নিজের সৎকর্মের ওসিলায় আল্লাহর কাছে দুআ করা ৪৬৮
দুআর ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অসাধারণ কিছু কাহিনি ৪৭০
দুআয় উভয় হাত ওঠানো এবং চেহারায় মোছা মুসতাহাব ৪৭১
দুআয় পুনরাবৃত্তি মুসতাহাব ৪৭১
দুআয় অন্তরের উপস্থিতি ৪৭১
অনুপস্থিতের জন্য দুআর ফজিলত ৪৭২
অনুগ্রহকারীর জন্য দুআ এবং দুআর ধরন ৪৭৪

নিজে শ্রেষ্ঠ হলেও বড়দের থেকে দুআ নেওয়া এবং ফজিলতপূর্ণ স্থানে দুআ করা মুসতাহাব ৪৭৫

নিজ, সন্তান, সেবক এবং সম্পদের বিরুদ্ধে অভিশাপ করা নিষিদ্ধ ৪৭৬

কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদানের মাধ্যমে অথবা ভিন্ন কিছুর মাধ্যমে মুসলমানের দুআ কবুল করা হয়; কবুলের জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত না ৪৭৭

অধ্যায়- ২১

ইসতিগফার ৪৭৯

অনুতপ্ত হওয়া ছাড়াই "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি ও তাওবা করছি" বলার বিধান ৪৮৭

পূর্ণ এক দিন চুপ থাকা নিষিদ্ধ ৪৮৯

অধ্যায়- ২২

যেসব হাদিসের ওপর ইসলামের ভিত্তি ৪৯০

নোট ৫১১

অধ্যায়- ১২

জিহাদের আলোচনা

জিহাদে যাওয়া-আসার জিকিরসমূহ সফরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু জিহাদের সাথে বিশিষ্ট বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হবে।

শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা রাখা মুসতাহাব

(৪৯৩) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উম্মে হারাম রাদি. -এর ঘরে গেলেন এবং সেখানে ঘুমিয়ে গেলেন। অতঃপর জাগ্রত হয়ে হাসতে লাগলেন। উম্মে হারাম রাদি. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, হাসছেন কেন? রাসুল বললেন,

উম্মতের একদল যোদ্ধাকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল, যারা এই সমুদ্র দিয়ে বাদশাদের ন্যায় আনন্দে চলছে। উম্মে হারাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য দুআ করুন, যাতে আল্লাহ তাআলা আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুআ করেন।[১]

(৪৯৪) হজরত মুআজ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

مَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيْدٍ.

অর্থ : যে ব্যক্তি মনেপ্রাণে শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা করল, অতঃপর স্বাভাবিকভাবে মারা গেল কিংবা নিহত হলো, অবশ্যই সে শহিদের মর্যাদা লাভ করবে।[২]

(৪৯৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ.

অর্থ : যে ব্যক্তি মনেপ্রাণে শাহাদতের আশা করবে, সে প্রকৃত শহিদ না হলেও শহিদের মর্যাদা পাবে।[৩]

(৪৯৬) হজরত সাহাল বিন হুনাইফ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

---

১. সহিহ বুখারি: ৩৭৮৮; সহিহ মুসলিম: ১৯১২; মুয়াত্তা মালেক ২/৪৬৪-৪৬৫; সুনানে আবু দাউদ: ২৪৯০; সুনানে তিরমিজি: ১৬৪৫; সুনানে নাসাঈ ৬/৪০-৪১।

২. সুনানে আবু দাউদ: ২৫৪১, সুনানে তিরমিজি: ১৬৫৪, সুনানে নাসাঈ ৬/২৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৭৯২, ইবনে হিব্বান: ১৫৯৬।

৩. সহিহ মুসলিম: ১৯০৮।

অর্থ : যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে শাহাদতের আশা করে, আল্লাহ তাকে শাহাদতের মর্যাদায় উন্নীত করবেন; যদিও বিছানায় মৃত্যুবরণ করে থাকে।[৪]

সেনাধ্যক্ষকে তাকওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং যুদ্ধ-সন্ধির পদ্ধতি শিক্ষাদান আমিরের দায়িত্ব

(৪৯৭) হজরত বুরাইদা রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: اُغْزُوْا بِاسْمِ اللهِ، فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اُغْزُوْا وَلَا تَغُلُّوْا، وَلَا تَغْدِرُوْا، وَلَا تَمْثُلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا، وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ. وَذُكِرَ الْحَدِيْثُ بِطُوْلِهِ.

অর্থ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে সেনানায়ক নিযুক্ত করলে, তাকে বিশেষত তাকওয়া এবং মুসলিম সৈন্যদের সাথে উত্তম আচরণ করতে ওসিয়ত করতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামেই জিহাদ করবে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; খেয়ানত করবে না, গাদ্দারি করবে না, অঙ্গবিকৃতি করবে না, বাচ্চাদের হত্যা করবে না। আর মুশরিক শত্রুর মুখোমুখি হলে তাকে তিনটি বিষয়ের দাওয়াত দেবে। (হাদিস দীর্ঘ)[৫]

অন্য এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করে যুদ্ধস্থল লুকিয়ে রাখা বৈধ

(৪৯৮) হজরত কাব বিন মালিক রাদি. থেকে বর্ণিত–

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا.

৪. সহিহ মুসলিম: ১৯০৯; সুনানে তিরমিজি: ১৬৫৩; সুনানে আবু দাউদ: ১৫২০; সুনানে নাসাঈ ৬/৩৬; সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৭৯৭; সুনানে দারিমি: ২৪১২।

৫. সহিহ মুসলিম: ১৭৩১।